Bangla (P) (T)

ACC. No — 1748

Sl. No — (2)

1930 1748

ওঁ

সত্যমেব জয়তি।

মহামান্য সম্রাট
শ্রীলশ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের সাম্রাজ্যের
ভারতবর্ষস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীগণ সমীপে

মাতৃ আদেশ (২৮)

সত্যেতে অভয় নর কাপেনা যে কলেবর
সত্যের উড়িছে সদা বিজয় নিশান,
সদা সত্য বুঝে কর সত্যের সম্মান ॥

জানিগঞ্জ বাজারস্থ
শ্রীযুক্ত রাইচরণ মদনমোহন রায়
নামীয় ফারমের কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীবৈকুণ্ঠ চরণ দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

Bengali
ACC. No. 1748

সত্যবাণী প্রকাশের সাহায্য ৵০ আনা।

শিলচর সাধ্য প্রেসে—শ্রীরাধাকান্ত সাধ্য দ্বারা মুদ্রিত।

IMPERIAL RECORD DEPARTMENT
RECEIVED.
13 AUG. 1930

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
No. 1748
Dt. 22.1.72
GOVT. OF INDIA

সত্যমেব জয়তি।

মহামান্য সম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষস্থ পুলিশকর্ম্মচারীগণ সমীপে —

মাতৃ আদেশ (২৮)

হে পুত্রগণ! তোমাদের কার্য্যমূলে আমি বড়ই মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছি, এ যাতনা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার এ যাতনা উপসমের অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া তোমাদিগকেই কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য বোধে, নিম্নে তাহা ব্যক্ত করিলাম, ইহা অবগত হইয়া যদি তোমাদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনেকর, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিও।

(ক) তোমরাত সকলেই ধর্ম্মনীতি পরায়ণ মানুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছ। মানুষের সন্তান হইয়া, ও মানব সমাজকে শাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যে, অনেক স্থলে মনুষ্য ধর্ম্ম-নীতির বিপরীতে প্রজা পীড়ন করতঃ পুরুষার্থ প্রকাশ করিতেছ, তোমরাই বিচার করিয়া বলত এরূপ কার্য্যমূলে মানুষ নামে অভিহিত হইতে পারা যায় কি ?

(খ) তোমরা কি স্বার্থের জন্য কাহার কথা বিশ্বাস করিয়া নিরিহ প্রজাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে বৃত হইয়াছ। তোমরা যদি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের কর্ম্মচারী হও তবে এরূপ অন্যায় ভাবে প্রজার উপর অত্যাচার করা ন্যায় সঙ্গত হইতেছে কি ? প্রজা বিনাশ করা, রাজধর্ম্ম নহে, প্রজা রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম। যদি বল উপরওয়ালা কার্য্যাধ্যক্ষের আদেশে তোমরা এরূপ করিতেছ. তদুত্তরে বলি উপরওয়ালা কার্য্য কারকের শরীরে যদি শয়তান প্রবিষ্ট হয়, বা অন্য কোন কারণে তাঁহার মতিভ্রম জন্মে, তদবস্থায় তিনি যদি মনুষ্য নীতির বিপরীত ভাবে আদেশ করেণ, তবে ন্যায় অন্যায়

বিবেচনা, না করিয়া সেই আদেশ পালন করা তোমাদের কর্ত্তব্য কি ? তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যও উপরওয়ালা কর্ম্মচারী অন্যায় আদেশ তামিল করিতে হুকুম দিতে পারেন। অন্যায় হুকুম তামিল করিলে যে তোমরাই শেষে অন্যায়কারী সাব্যস্থ হইবে, ইহা কি তোমাদের চিন্তাকরা উচিত নয় ? যদি কোন প্রকার স্বার্থের প্রলোভনে অন্যায় হুকুম পালন কর তবে তাহাও তোমাদের সম্পূর্ণ ভুল। কারণ অন্যায় কার্য্য করিয়া এজগতে কেহ কখনও সুখশান্তি ভোগ করিতে পারে না। ব্রহ্ম দেশের রাজার মন্ত্রীর কথাটা স্মরণ করিয়া দেখ, সে রাজ্য লাভের আশায়, রাজার বিপক্ষতাচরণ করিয়া পরে ন্যায় বিচারে অন্যায়কারী সাব্যস্থ হওতঃ তাহার সমুদায় আশা ভরশা অতল জলধি তলে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

যদি বল তোমরা রাজকর্ম্মচারীগণের হুকুম তামিল করিতেছ ইহাতেত রাজার কোন বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছেনা, কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে কার্য্যে রাজার অনিষ্ট হয়, সেই কার্য্য করিলে রাজার বিপক্ষতাচরণ হয় কি না ? প্রজা বিনাশ করা কার্য্যা-

পেক্ষা রাজার অনিষ্ট জনক এমন কার্য্য আর কি আছে ? প্রজা বিনাশ করিয়া ফেলিলে রাজার রাজ্যই আর থাকিবেনা। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, যে কার্য্যের ফলে প্রজা ধ্বংস ও নিষ্কর্ম্মা হয়, সেই কার্য্যে ব্রতী হইলে রাজার বিপক্ষতাচরণ করা হয় কি না ? যে সকল শাসনকর্ত্তা সম্রাটের গৌরব ও রাজ্য রক্ষার প্রতি লক্ষ না রাখিয়া নিজেদের ভীত্তিহীন হুকুম পালন করিবার নিমিত্ত জেদ করিয়া প্রজাদিগকে নিষ্কর্ম্মা ও ধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছেন তোমরা জানিও নিশ্চয়ই তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তোমরাও এই প্রকার অপরিণামদর্শি উপরওয়ালাগণের মতানুসরণ করিয়া সম্রাটের অমঙ্গল জনক কার্য্য করিবে কি ?

(গ) তোমরা যদি উপরস্থ কর্ম্মচারীর অন্যায় হুকুম বিবেচনা বিনা তামিলকর, তবে তোমরা জ্ঞানবান মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে কি ? অজ্ঞ ব্যক্তি বা অন্যায়কারী ব্যক্তির কখনও পদোন্নতি হইতে পারে না। অন্যায়কারী ব্যক্তিকে কোন প্রকার পুরস্কার দেওয়া মানব-সমাজের নীতি নহে। তোমরাই বলদেখি মানুষের সন্তান হইয়া

মনুষ্য ধর্ম্মনীতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ স্বেচ্ছাচার নীতি অবলম্বন করা ন্যায়সঙ্গত কি ?

(ঘ) আর যদি বল যে আমরা ধর্ম্ম বা ন্যায় অন্যায় বুঝিনা, আমরা গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, যাহার বেতন খাইতেছি তাঁহার আদেশ ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক, তাহা পালন করাই আমাদের কাজ এরূপ হইলে তোমরা মানুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পার কি ? সম্রাটের কর্ম্মচারী স্বীকার না করিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী স্বীকার কর তবেত তোমরা রাজদ্রোহি বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ সম্রাটের কার্য্য পরিচালক কমিটীর নামই গবর্ণমেণ্ট। প্রজাগণের রক্ষনাবেক্ষন ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সম্রাটের পক্ষে গবর্ণমেণ্টনামক কমিটী এক এক স্থানে এক এক জনকে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, তাঁহার নাম গভর্ণর এই গভর্ণরকে অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্তের অধিকার প্রদান করা হয়। সেমতে যে স্থানে যিনি গভর্ণব আছেন সে স্থানের কার্য্য তিনির মতানুসারেই পরিচালিত হয়। যদিও তোমরা গবর্ণমেণ্ট বা গভর্ণরের নিযুক্তিয় কর্ম্মচারী হও তবুও মূলে তোমরা

সম্রাটের কর্ম্মচারী, এখন যদি সম্রাটের কর্ম্মচারী বলিয়া অস্বীকার কর তবে ইহা রাজদ্রোহিতা হয় কি না? সম্রাট পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার রাজ্যে স্বেচ্ছাচার নীতি প্রচলন ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ স্বেচ্ছাচার-নীতি-পরায়ণ হওয়া বড়ই কলঙ্কের কথা। সুতরাং তোমাদের উপরওয়ালা কার্য্যকারকগণের ও তোমাদের কার্য্যমূলে যাহাতে সম্রাটের নামের উপর কোন দোষ অর্শিতে না পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমাদের চলা উচিত নয় কি?

যাঁহারা তোমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহাদের শরীরে নিশ্চয়ই অধর্ম্মবন্ধু কলি প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ যাঁহাদেরপ্রসাদাৎ তিনিরা রাজ্য শাসন করিবার আসনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্ট এবং সম্রাটের যশোকীর্ত্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আত্ম-প্রাধান্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনখুসি মতে রাজ্য-শাসন নীতি প্রচলন করিতে জেদ করিতেছেন। এবং ভারতবর্ষের যে প্রজাগণের শ্রমলব্ধ অর্থদ্বারা রাজকর্ম্মচারীগণের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে সেই রাজভক্ত, ধর্ম্মভীরু প্রজাগণকে

অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। সেই স্বেচ্ছাচার নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও স্বেচ্ছাচার নীতি অবলম্বন করিবে কি? জানিয়া শুনিয়া অধর্ম্ম কার্য্যেপ্রবর্ত্ত হওয়া অজ্ঞানতা ও দুঃখজনক, হইাকেই বলে আত্ম বিস্মৃত। এখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে তোমরা তোমাদের উপরওয়ালা যে কর্ম্মচারী তোমা-দিগকে অন্যায় আদেশ করেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবস্থা ভালরূপ বুঝিয়া তবে হুকুম তামিল করিও।

প্রশ্ন।

(ক) এরাজ্য কার?

(খ) আপনি কে?

(গ) যাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আদেশ দিতেছেন তাঁহারা কে?

(ঘ) অস্ত্রবিহীন লোক ও বালক এবং অবলা জাতির উপর হাত তুলা মনুষ্য ধর্ম্ম নহে। এবং প্রজা বিনাশ করা রাজধর্ম্ম নহে। আপনি কোন ধর্ম্মের

বিধানমতে সত্যাগ্রহকারীদিগকে মারপিট করিতে আদেশ দিতেছেন ?

(ঙ) গবর্ণমেণ্টের আদেশমতই যদি আপনি এরূপ হুকুম তামিল করিতে বলেন তবে বলিয়া দিউন গবর্ণমেণ্ট কাহাকে বলে ?

(চ) গবর্ণমেণ্ট শব্দের অর্থ যদি সম্রাটের পক্ষে দেশের লোকের স্থাপিত সভা হয় ও আপনি সেই সভার নিযুক্তিয় একজন কর্ম্মচারী হন তবে যাহা-দিগকে গ্রেপ্তার বা মারপিট করিতে আদেশ দিতেছেন তাঁহারা আমাদের উপদেষ্টা স্থানীয় নহেন কি ?

(ছ) যাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ হয়, নিরপরাধে তাঁহাদিগকে মারপিট করা কৃতঘ্নতা নহে কি ? কৃতঘ্নতা মানুষের পক্ষে মহাপাপ কি না ?

(জ) যাহারা ঈশ্বর মানে না ও বেদপুরাণ, বাইবেল, কোরাণাদির প্রদর্শিত উপদেশ পালন করে না, তাহারা শয়তান বা কাফের বলিয়া পরিগণিত নহে কি ?

(ঝ) আমরা যদি রাজকর্ম্মচারী হই তবে ধর্ম্ম-রাজনীতির বিধান পালন করিয়া চলা আমাদের উচিত, কারণ রাজাই "ধর্ম্মস্বরূপ" ধর্ম্মের যাহা নীতি তাহাই রাজনীতি। বেদপুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ইত্যাদিতে ধর্ম্মরাজনীতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা আছে। সেই ধর্ম্মরাজনীতি ও মানব সমাজের প্রচলিত দেশাচার নীতির বিপরীত যে আমাদিগকে, প্রজা-পীড়ন করিতে আদেশ দিতেছেন, বলিয়া দিউন এই নীতি কোন রাজার আবিষ্কৃত ? ও এরূপ নীতি কোন সভ্যদেশের মানব সমাজে প্রচলন ছিল কি ?

(ঞ) কোন সভ্য দেশের মানব সমাজে যদি এরূপ নীতি প্রচলন না থাকে, তবে ইহা মনুষ্যনীতি বলা যাইতে পারে না এবং এই নীতি ধর্ম্মাচার সম্পন্ন কোন রাজার আবিষ্কৃত না হইলে এই নীতিকে রাজনীতি বলা যাইতে পারে না, আপনে আমা-দিগকে বুঝাইয়া দিউন এই নীতির নাম কি ?

হে পুত্রগণ ! তোমরা যদি না বুঝিয়া সুজিয়া ধর্ম্মনীতি অবজ্ঞাকারী বেতনভোগী অস্থায়ী উপরস্থ কর্ম্মচারীর অন্যায় হুকুম তামিল কর, তবে যে তোমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তোমরা কি স্বার্থের আসায় মিছামিছি দুর্ব্বল বালক ও অবলা জাতির উপর হাত তুলিয়া পুরুষার্থ দেখাইতেছ। তোমাদের এই কার্য্যের ফলে তোমরা নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাসে প্রকাশ হইবে। মানুষকে শাসন করিবার আসনে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হওয়া বড়ই কলঙ্কের কথা।

অন্যান্য দেশ যে ভোগভূমি, আর এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মভূমি, ইহা কি তোমরা অবগত নও? ভোগ-ভূমির লোক যে ধনমানমদে মত্ত হইয়া পিতামাতাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন তোমরা ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পিতামাতাকে অবজ্ঞা করিবে কি? তোমরা ধার্ম্মিক পিতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেছ আর কার্য্য করিতেছ ধর্ম্মনীতির বিপরীত। যে পিতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, সন্তানে যদি সেই পিতৃগুণ কতকটা না থাকে তবে সে সন্তানের মাকে কুলটা বলিয়া লোকে প্রচার করে, তোমাদের কার্য্যমূলে আমাকে কলঙ্কিণী প্রমাণ করিতেছ। যে কার্য্যের ফলে মাকে, কুলটা প্রমাণিত করা হয় ও যে সম্রাটের

রাজ্যে বাস করা যায় যাঁহার দোহাই দিয়া ধন সম্পত্তি স্ত্রী পুত্রগণকে রক্ষা করা হয়, সেই সম্রাটের উপর দোষ অর্শে, সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া পুরুষার্থ দেখান উচিত কি? তোমারই বিচার করিয়া বল। এখন যদি আত্মমর্য্যাদা রক্ষাকরা ও মাতৃ কলঙ্ক দূর করা কর্ত্তব্য মনে কর তবে ধর্ম্মরাজনীতির বিধান-মতে তোমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা কর। আমার ব্যথিত হৃদয়ের দুঃখের কাহিনী তোমাদের নিকট প্রকাশ করিলাম, এখন তোমাদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করিলে তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমরা নিশ্চয় জানিও মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্য নীতি পরিহার করতঃ স্বেচ্ছাচার নীতি পরায়ন হইলে লোকালয়ে অবজ্ঞার পাত্র হইতে হইবে, ও ঈশ্বরের বিচারালয়ে অন্যায় কার্য্যের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে অবশ্যম্ভাবী।

হজরত মহম্মদ উপদেশ দিয়াছেন, খোদাতায়লা, আজ আমাদিগকে শক্তি ও স্বাধীনতা দান করিয়াছেন কিন্তু তাহার অপব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন, ও বলিয়া দিতেছেন

সাবধান ! শক্তি ও স্বাধীনতা পাইয়াছ বলিয়া তাহার অপব্যবহার করিওনা, নিশ্চয় জানিও ইহার জন্য একদিন আমার বিচারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

এখন তোমরা যে শক্তি লাভ করিয়াছ জানিয়া শুনিয়া যদি তাহার অপব্যবহার কর তবে তোমরাই বিচার করিয়া বল দেখি, মনুষ্য ধর্ম্ম রক্ষিত হয় কি ? এবং ঈশ্বরের সমীপে যখন আত্মার বিচার হইবে তখন তোমরা কি জবাব দিবে? যদি বলা হয় বেদ-পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি মিথ্যা, তাহা হইলে তোমাদের উপরওয়ালা কর্ম্মচারীগণ সকলেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ হইবেন, কারণ যে আইনের বলে রাজ্য শাসন অর্থাৎ প্রজাগণের বিচার করিতেছেন সেই আইন সকল, বেদপুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে আবিস্কৃত হইয়াছে। উল্লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি যদি ভীত্তিহীন হয় তবে এই সকল আইনও ভীত্তিহীন বলিতে হইবে। ভীত্তিহীন আইনের বলে রাজ্য শাসন করা হইতেছে স্বীকার করিলে এই আইন প্রচলনকারী শাসনকর্ত্তাগণের কথা বিশ্বাস করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মনীতির সহিত যে নীতির

ঐক্য নাই সেই নীতি অনুসারে পরিচালিত হওয়া তোমাদের উচিত কি? ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া যদি উপরস্থ কর্ম্মচারীর অন্যায় হুকুম তামিল কর তবে তোমরা খেলার পুতুল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তারপর আর একটা কথা তোমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, তোমাদের নিতান্ত বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিকে যদি কোন প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বাধ্য-করত তাহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য সম্পাদন করাইতে পার তবে তাহার প্রতি পূর্ব্ব বিশ্বাস থাকিবে কি? অর্থের লোভে যাহারা অন্যায় কার্য্য করিতে পারে তাহাদের দ্বারা জগতে সমুদায় পাপ-কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তোমাদের উপরস্থ কর্ম্মচারীগণ এখন তোমাদিগকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতেছেন, ও স্বার্থের প্রলোভন দেখাইতেছেন, যখন দেখিবেন অর্থের লোভে তোমরা অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্য করিতেছ, তখন উপরওয়ালার নিকট নিশ্চয়ই তোমরা অবিশ্বাসের পাত্র হইবে। উপরওয়ালার নিকট অবিশ্বাসের পাত্র হইলে পুরস্কারত পাইবেইনা অধিকন্তু প্রজাগণের অশ্রদ্ধার ভাজন হইবে।

অন্যায় ও অধর্ম্ম কার্য্যের ভাবি ফল বড় বিপজ্জনক, লোকালয়ে অপরিণামদর্শি বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় ও দেহান্তে জীবাত্মাকে নীচযোণীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তোমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের বিচারলয়ে যখন ইহ জীবনের কার্য্যের হিসাব নিকাশ দিতে হইবে তখন কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগের জন্য মানব আত্মাকে যে অধোযোণীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বস্তুত সেই সময় তোমাদের বর্ত্তমান হুকুম দাতা উপরওয়ালাগণের কোন সাহায্য পাইবে কি ? সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া হুকুম তামিলকরা তোমাদের উচিত নয় কি ?

তোমরাই ভাবিয়া দেখ সত্যাগ্রহকারী দিগের উপর তোমরা যে ব্যবহার করিতেছ ইহা জ্ঞানবান মানুষের কার্য্য হইতেছে কি ? এই কার্য্য দ্বারা তোমরা তোমাদের শক্তির অপব্যবহার করিতেছ কি না ?

এখনও সময় আছে বিচারের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যাবতীয় অধর্ম্ম নীতি ত্যাগ করতঃ ধর্ম্মনীতি অবলম্বন কর ও তোমাদের উপরস্থ কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিতে বল, তাহা

হইলে তোমাদের মানব জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদিত ও সম্রাটের গৌরব রক্ষিত হইবে, এবং তোমরা প্রজাগণের শ্রদ্ধার ভাজন হইবে। সামান্য অর্থের লোভে বা উপাধির লোভে অন্যায় কার্য্যে বৃত হইয়া দুর্ল্লভ মানব আত্মাকে অধোগামী করিও না।

তোমরা যদি মনুষ্য ধর্ম্মনীতি ত্যাগ করিয়া যে সকল লোক মানব জীবনের কর্ত্তব্য ভালরূপ অবগত নহেন ও যাহারা অর্থকেই এজগতে একমাত্র সারবস্তু বলিয়া মনে করেন তাহাদের প্রলোভনে পতিত হইয়া মনুষ্য ধর্ম্মনীতির বিপরীতাচরণ কর, তবে অধর্ম্ম কার্য্যের ফল,—বেদপুরাণাদি আবিষ্কর্ত্তা ঋষিগণ এবং মহাত্মা যীশু ও হজরত মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তোমাদেরও তাহাই ঘটিবে। আমি তোমাদের মা, তাই অপত্য স্নেহের বশে তোমাদের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত এই উপদেশ দান করিলাম।

মাতৃআদেশে আদিষ্ট হইয়া এই মাতৃ আদেশ বাণী লিপিবদ্ধ করিলাম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিজ নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শিলচর, জানিগঞ্জ
১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৭ বাং।

ভারত মাতার মূর্খ সন্তান
শ্রীবৈকুণ্ঠ চরণ দাস।

ওঁ

সত্যমেব জয়তি।

প্রকাশকের নিবেদন।

এ জগতে মানব সমাজের যাবতীয় কার্য্য ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াই পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মনীতি বিহীন যে নীতি তাহা মনুষ্যাচার নীতি বলা যাইতে পারে না।

মনুসংহিতায় কথিত আছেঃ—

আহার নিদ্রাভয় মৈথুন্যঞ্চ, সমানমেতৎ পশুভির্ণরানাং।
ধর্ম্মোহিতেষা মধিকো বিশেষো ধর্ম্মেনহীনাঃ পশুভি সমানা॥

বর্ত্তমান সময়ে লবণ তৈয়ারকারী সত্যাগ্রহি নরনারীগণের উপর যে আপনারা নানা প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখুনত, আপনাদের এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইতেছে কি?

যাঁহাদের হুকুমে আপনারা নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচারে বৃত হইতেছেন, সেই হুকুমদাতা-গণের সত্যবাদীতা ও ন্যায়পরায়ণতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের হুকুম তামিল করা

আপনাদের উচিত নয় কি?

আর একটা কথা আপনাদের জানা আবশ্যক বর্ত্তমান সম্রাটের পিতামহি মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করেন তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কাহারও ধর্ম্মের কোন বাধা ঘটাইবেন না। বর্ত্তমান সম্রাটের কর্ম্মচারীগণও সম্রাটকে ধর্ম্মরক্ষাকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সম্রাটের এই কর্ম্মচারীগণই আবার প্রজাগণের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাদ্বারা প্রমাণ হয় প্রতিশ্রুতি বাক্য পালন করা যে আবশ্যক, তাহা এই কর্ম্মচারী-গণ তত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। তাই তাহারা নিজের ও সম্রাটের পিতামহির প্রতিশ্রুতিবাক্য পণ্ড করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের বিবরণ যে প্রজাগণ বরাবর সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিবেন, সেই অধিকার হইতেও প্রজাগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহাতেই আপনারা বুঝিয়া লউন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণের সত্য-নিষ্ঠতা ও ন্যায়পরায়ণতা কতদূর।

এই কর্ম্মচারীগণইত আপনারাকে অর্থের লোভ দেখাইয়া অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্যে ব্রতী করিতেছেন

যে সকল রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যমূলে সম্রাটের নামে কলঙ্ক আরোপ হয়, যাহারা নিজের ও পূর্ব্বাধিকারীগণের প্রতি শ্রুতিবাক্য পালন করিতে উদাসীন, এবং অর্থলোভে ও উপাধি লাভের প্রলোভনে পতিত হইয়া যাহারা মানব সমাজের ধর্ম্মনীতির বহির্ভূত নীতি অবলম্বনে প্রজা পীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হন না, এরূপ লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া চলা ন্যায়সঙ্গত কি? কারণ ভুলভ্রান্তি সকলেরই হয়, উপরন্তু কর্ম্মচারী হইলে যে তাঁহার ভুল হয় না ইহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব আপনারা যাহার হুকুমে পরিচালিত হইবেন তাঁহার পদের স্থায়ীত্ব ও সত্যনিষ্ঠতা এবং ন্যায়পরায়ণতা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে কর্ম্মে ব্রতী হওয়া উচিত। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া অধর্ম্ম কার্য্যে ব্রতী হইলে অমানুষ বলিয়াই পরিগণিত হইতে হইবে। আপনারা যেমন সম্রাটের ভারতবর্ষের প্রজা ও কর্ম্মচারী, আমিও সম্রাটের ভারতবর্ষের একজন সাধারণ প্রজা, তাই মহামান্য সম্রাটের নামের উপর ও দেশের লোকের উপর, আপনাদের কার্য্যমূলে যাহাতে কোন দুর্ণাম না হয় সেইজন্য প্রজার কর্ত্তব্য ও জাতীয় ধর্ম্ম

পালনার্থে আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন।

বর্ত্তমানে এক নবযুগ আগত হইয়াছে তাই মানব সমাজের ভ্রম দূর করণার্থে এ অধমজন কর্ত্তৃক মাতৃআদেশ প্রকাশ হইতেছে।

এ নবযুগে মানুষ মাত্রেরই স্বেচ্ছাচার নীতির সহায়তা ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করা উচিত। হিংসা দ্বেষ করা ও অর্থের জন্য নরহত্যা করা, মানুষের ধর্ম্মনহে, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করতঃ পরস্পর মিলিত হইয়া সদ্ভাবে থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই মনুষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্মনীতি অবলম্বন বিনা স্বেচ্ছাচার নীতি অবলম্বন করিয়া যত শক্তি সম্পন্ন হওয়া যাউক না কেন তাহাতে মানুষ নামে অভিহিত হইতে পারা যাইবেনা। আপনারা যদি আদর্শ মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে ও রাজ্যে শান্তি স্থাপনা করিতে চান তবে একে অন্যকে উৎপীড়ন না করিয়া মাতৃ আদেশের মর্ম্ম অবগত হইয়া, ধর্ম্মনীতির বিধান মতে সকলে মিলিত হওত অধর্ম্মাচারীদিগকে অধর্ম্ম কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করতঃ রাজ্যে ধর্ম্ম রাজনীতি প্রচলন করিতে ব্রতী হউন, ইহাই এ অধম জনের প্রার্থনা।

মিলন সঙ্গীত।

হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান,
এস মতিমান, ভাই বন্ধুগণ,
ত্যজ দ্বন্দ্ববাদ, এ ভ্রম প্রমাদ,
তুনিয়ার মালীক, সেই একজন ॥
সিন্ধুনীরে তরে, প্লব, ইষ্টিমারে
কেহ তরী পরে, করে আরোহণ,
এতিনে আশ্রয়, সকল সময়,
ত্রাণের তরী তিন, সত্য নির্ব্বাচন ॥
বেদপুরাণ, বাইবেল, কোরাণ,
তিনে তরে নর, বিধির বিধান,
মতিমান লোকে, তিনে সমদেখে,
ধর্ম্মই স্বরাজ, শান্তি নিকেতন ॥
হিন্দু বল রাম আল্লা মুসলমান,
যীশু বল খৃষ্টান, এক মায়ের সন্তান,
একই জনক, একই ভূ লোক,
একই প্রকৃতির কোলে এ মিলন ॥

ওঁ শান্তি।

শিলচর, জানিগঞ্জ। } ভারত মাতার মূর্খ সন্তান।
১৮ই বৈশাখ ১৩৩৭ বাং } শ্রীবৈকুণ্ঠ চরণ দাস।

মাতৃ আদেশ প্রচারকের গান।

খাইতে শুইতে আসিনাই এ ভবে,
করতে হবে মায়ের আদেশ ঘোষণা ॥
মা জেগেছে এবে, আর্য্যবন্ধু সবে,
জাগিয়ে করহ, মায়ের বন্দনা ॥ ধুঃ ॥
বন্দেমাতরম্, বল বন্ধুগণ!
শক্তি বিনে, মুক্তির উপায় নাই এখন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম অতল নীরে নিমগণ,
করিতে হইবে (তার) উদ্ধার সাধনা ॥
মা ডাকিছে জাগ, মম পুত্রগণ!
ধর্ম্ম কর্ম্মে বলী আর্য্যের জীবন,
ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্রতী, হও আর্য্যগণ.
স্বধর্ম্মে নিধন, (শ্রেয়) গীতায় বর্ণনা ॥
বঙ্ক বলে ধর্ম্ম, যুদ্ধে গেলে প্রাণ,
এহেন শ্রেয়, আছে কি কল্যাণ,
নব যুগে জেগে, গাও নব গান
মাতাও এধরা. করে মঙ্গল সুচনা ॥

—ঃ০ঃ—